সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৭৩তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৫

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

♦ **সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম

♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
নাজমুন নাঈম

♦ **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক**
মাহফূয আলী

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৬৭-৪৫০৩৪৯
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

➲ **সম্পাদকীয়**
◆ এসো! ইসলামী চেতনায় জীবন গড়ি ০২
➲ **কুরআনের আলো** ০৩
➲ **হাদীছের আলো** ০৪
➲ **প্রবন্ধ**
◆ অসহায় পশু-পাখির যত্ন নেও ০৫
◆ আমরা হিংসা করব না ০৮
◆ ইলম অর্জন : গুরুত্ব ও করণীয় ১১
➲ **হাদীছের গল্প**
◆ রাসূলুল্লাহ (ছা.)-বদ দো'আ ১৬
➲ **কবিতাগুচ্ছ** ১৭
➲ **গল্পে জাগে প্রতিভা**
◆ বুদ্ধিমান পাখি ১৮
◆ প্রকৃত বন্ধু কে? ২০
➲ **রহস্যময় পৃথিবী**
◆ জ্বলজ্বলে জোনাকি ২১
◆ রাবারের জীবন যাত্রা ২৩
➲ **বহুমুখী জ্ঞানের আসর** ২৫
➲ **ইতিহাসের পাতা**
◆ লেখকের হাতে খড়ি ২৬
➲ **একটুখানি হাসি** ২৯
➲ **বিস্ময় বালক সা'দ** ৩০
➲ **সোনামণি সংলাপ**
◆ ইসলামী চেতনা ৩২
➲ **সংগঠন পরিক্রমা** ৩৬
➲ **ভাষা শিক্ষা**
◆ আরবী ভাষা ৩৭
◆ ইংরেজী ভাষা ৩৮
➲ কবর যিয়ারতের আদব ৩৯

এসো! ইসলামী চেতনায় জীবন গড়ি

ইসলামী চেতনা মানে হলো আমাদের মন ও চিন্তায় ইসলামকে জাগিয়ে তোলা। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা। আল্লাহ ছাড়া কারও নিকট কিছু চাওয়া যায় না। তাঁর আদেশ মেনে চলা, নিষেধ থেকে দূরে থাকা এবং প্রিয় নবী মুহাম্মাদ-এর দেখানো পথে জীবন গড়াই ইসলামী চেতনার মূল ভিত্তি।

ইসলামী চেতনা অন্তরের আলোকিত শক্তি : যখন কারও অন্তরে ইসলামী চেতনা জাগে, তখন সে সর্বদা মনে রাখে আল্লাহ তাকে দেখছেন। তাই সে সত্য কথা বলে, অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকে, অন্যকে কষ্ট দেয় না এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য চেষ্টা করে। ইসলামী চেতনা আসলে আমাদের ভেতরের এক আলোকিত শক্তি, যা সঠিক পথে পরিচালিত করে।

দুনিয়ার জীবন সাময়িক : প্রিয় সোনামণিরা! আমরা সবাই এই দুনিয়াতে অল্প সময়ের জন্য এসেছি। একদিন আমাদের আল্লাহ্র কাছে ফিরে যেতে হবে। আমরা যা কিছু করি সবকিছুই আল্লাহ দেখেন ও শোনেন। একদিন তিনি আমাদের প্রত্যেক কাজের হিসাব নেবেন। যদি আমরা সঠিক পথে চলি, তবে সফলতা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আর যদি আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করি, তবে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। তাই ছোটবেলা থেকেই ইসলামী শিক্ষা ও আল্লাহ্র নির্দেশ মানা আমাদের দায়িত্ব।

ভুলে যেও না ইসলামী চেতনা : যদি আমরা আল্লাহকে ভুলে যাই, ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে থাকি, নিজের ইচ্ছামতো জীবন যাপন করি তবে সহজেই খারাপ পথে চলে যেতে পারি। কিন্তু যদি ইসলামী চেতনা হৃদয়ে থাকে, তবে আমরা সর্বদা ভাবব, আল্লাহ আমাকে দেখছেন, আমি খারাপ কাজ করব না। এই চিন্তাই আমাদের ভুল পথ থেকে রক্ষা করে এবং একজন সৎ ও আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে।

তোমরাই জাতির ভবিষ্যৎ : প্রিয় সোনামণি বন্ধুরা! তোমরাই জাতির ভবিষ্যৎ। আজ তোমরা যেমনভাবে বেড়ে উঠছ, আগামী সমাজও তেমনভাবেই গড়ে উঠবে। তাই এখন থেকেই ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করো, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর, কুরআন শেখ, সত্য কথা বল, বড়দের সম্মান কর ও ছোটদের প্রতি দয়া দেখাও। খারাপ বন্ধু, মিথ্যা, অলসতা ও খারাপ অভ্যাস থেকে দূরে থাকো। মনে রেখো, ইসলামী চেতনা তোমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই চেতনা হৃদয়ে ধারণ করলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে সম্মান এবং আখিরাতে মুক্তি দান করবেন ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ আমাদের উপর রহম করুন- আমীন!

রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর উপর দরূদ পড়

নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

নিশ্চয়ই আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তার ফেরেশতারা নবীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (অতএব) হে মুমিনগণ! তোমরাও তার প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর *(আহযাব ৩৩/৫৬)*।

আয়াতে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের নিকটে রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। এ মর্যাদা তাঁর জীবিত অবস্থায় ও মৃত্যুর পর সর্বদা রয়েছে। অতঃপর তিনি ফেরেশতামণ্ডলী ও ঈমানদার বান্দাদের প্রতি নির্দেশ প্রেরণ করেছেন যেন তাঁর প্রতি তারা নিয়মিতভাবে দরূদ ও সালাম পেশ করে। এভাবে আসমানে ও যমীনে সর্বত্র তাঁর প্রশংসা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এখানে আল্লাহ্র পক্ষ হতে দরূদ অর্থ তাঁর রহমত ও সন্তুষ্টি এবং ফেরেশতাগণের পক্ষ হতে দরূদ অর্থ দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা। আর উম্মতের পক্ষ হতে দরূদ ও সালাম অর্থ দো'আ ও তাঁর আদেশ-নিষেধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন *(ইবনু কাছীর)*।

কা'ব বিন উজরাহ (রা.) বলেন, অত্র আয়াত নাযিল হলে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম কিভাবে আমরা আপনার উপর দরূদ পেশ করব? তখন তিনি বললেন, তোমরা বলবে, 'আল্ল-হুম্মা ছল্লে 'আলা মুহাম্মাদ... *(বুখারী হা/৪৭৯৭)*। অর্থাৎ আমরা ছালাতের শেষ বৈঠকে যে দরূদ পড়ি সেটি।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, আল্লাহ যেহেতু অত্র আয়াতে ছালাত ও সালামের কথা একত্রে বলেছেন, সেহেতু ছালাত ও সালাম একত্রে বলা উচিত। অতএব উত্তম হলো সর্বদা সংক্ষেপে 'ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলা *(ইবনু কাছীর)*। প্রিয় সোনামণি! আমাদের কর্তব্য হলো, আমরা যখনই রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর নাম শুনব বা বলব, তখনই আমরা 'ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলব। আল্লাহ আমোদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর উপর দরূদ পড়

রহমাতুল্লাহ
৮ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

عن أَنَسِ بن مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنه قَال قَال رَسُوْلُ اللهِ صـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ

আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্র রসূল (ছা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, (তার বিনিময়ে) সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ দশটি রহমত বর্ষণ করেন, তার দশটি পাপ মোচন করেন এবং তাকে দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন' *(নাসাঈ হা/১২৯৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর নাম শুনলে তাঁর উপর দরূদ পড়া ওয়াজিব। আর অন্য সময় দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব। এতে দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখিরাতে রাসূল (ছা.)-এর সুফারিশ লাভ করা যায়। দরূদ পাঠের বিষয়ে হাদীছে অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে আল্লাহ্র রহমত ও ফেরেশতাদের দো'আ লাভ এবং ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছা.)-এর কাছাকাছি থাকা ও শাফা'আত লাভ করা অন্যতম। এছাড়া দরূদ পাঠ করলে অন্তর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়, দুঃখ-দুশ্চিন্তা, বিপদাপদ দূর হয়, গুনাহ মাফ হয় ও দো'আ কবুল হয়।

অন্যদিকে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর নাম শুনে তাঁর উপর দরূদ পড়ে না, সে আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে কৃপণ হিসাবে গণ্য হয়। ক্বিয়ামতের দিন দরূদ না পড়ার কারণে সে আফসোস করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'যে আমার উপর দরূদ পড়তে ভুলে গেল, সে যেন জান্নাতের পথ ভুলে গেল' *(ইবনু মাজাহ হা/৯০৮)*।

একদা জিব্রীল (আ.) এসে নবী (ছা.)-কে বললেন, 'যার সামনে আপনার নাম উচ্চারিত হলো অথচ সে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করল না, অতঃপর মারা গেল। সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন। জিব্রীল বললেন, আপনি আমীন বলুন! অতঃপর আমি আমীন বললাম' *(ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৩৮৭)*। আল্লাহ আমোদের বেশি বেশি দরূদ পড়ার তাওফীক দান করুন-আমীন!

অসহায় পশু-পাখির যত্ন নেও

ছিবগাতুল্লাহ
সভাপতি, যুবসংঘ মারকায এলাকা।

প্রিয় সোনামণিরা! তোমরা নিশ্চয়ই কখনো প্রজাপতি ধরার চেষ্টা করেছ। অথবা কোন বন্ধুকে ফড়িং ধরতে দেখেছ। তখন কী হয় বল তো? প্রজাপতিটা আর উড়তে পারে না। মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে। বারবার চেষ্টা করতে করতে একসময় তার ডানা ছিঁড়ে যায় কিংবা ভেঙে যায়। ফলে সে সারা জীবনের জন্য উড়ার ক্ষমতা হারায়। একটু চিন্তা কর তো! তোমার যদি দুই পা ভেঙে যায়, আর কোন দিন হাঁটতে না পার, তাহলে কেমন লাগবে! আবার কিছু কিছু ছেলে-মেয়ে কুকুর দেখলেই ইট-পাটকেল ছুঁড়ে মারে, পুকুরে ব্যাঙ দেখলে আঘাত করে। এ রকম নিষ্ঠুর কাজগুলো তারা খেলা মনে করে মজার ছলে করে। সত্যিই কি এগুলো আনন্দের?

তোমার শরীরে যদি আঘাত লাগে, তুমি কষ্ট পাও। তুমি কেঁদে কেঁদে অন্যের কাছে বল তোমার ব্যথার কথা। বড়রা তোমার ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দেয়। সবাই তোমার প্রতি সহমর্মিতা দেখায়। ছোট্ট সেই প্রজাপতি, ব্যাঙ কিংবা কুকুরও একইভাবে ব্যথা পায়। তোমার মতো এই প্রাণীগুলোরও ক্ষুধা লাগে, তৃষ্ণা লাগে, কষ্ট হয়। কিন্তু তারা মানুষের মতো কথা বলতে পারে না। কেঁদে কেঁদে কারো কাছে বলতে পারে না তাদের ব্যথার কথা। অথবা হয়তো তারা বলে, কিন্তু তাদের ভাষা আমরা বুঝতে পারি না।

একদা রাসূল (ছা.) এক আনছারী ছাহাবীর খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি একটি উট দেখতে পেলেন। উটটি রাসূল (ছা.)-কে দেখে কাঁদতে লাগলো এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। রাসূল (ছা.) উটটির কাছে গিয়ে এর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। এতে উটটির কান্না থামলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই উটটি কার? উটের মালিক কে? এক আনছারী যুবক এসে বলল, আমার। তিনি বললেন, 'আল্লাহ যে তোমাকে এই নিরীহ প্রাণীটির মালিক বানালেন, এর অধিকারের ব্যাপারে তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো না? উটটি আমার কাছে অভিযোগ করেছে, তুমি একে ক্ষুধার্ত রাখো এবং একে কষ্ট দাও' *(আবুদাঊদ হা/২৫৪৯)*।

আমাদের বাড়ীতেও গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি রয়েছে। আল্লাহ্র আমাদেরকে এগুলোর মালিক করেছেন। আমরা কি এগুলোর পরিপূর্ণ যত্ন নিই? এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করি? অন্যথায় এরা আল্লাহ্র কাছে অভিযোগ করলে আমরা কী জবাব দিব!

আমাদের চারপাশের প্রতিটি প্রাণী আসলে কোন না কোনভাবে উপকারে আসে। আকাশে যে পাখিগুলো উড়ে, তারা যেমন প্রকৃতিকে সুন্দর করে তেমনি ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে কৃষকের ফসল রক্ষা করে। তাদের সুমধুর গান আমাদের মনকে আনন্দে ভরে দেয়। ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ানো প্রজাপতির দিকে তাকালে কি তোমার ভালো লাগে না? তারা আসলে ফুল থেকে মধু খেতে খেতে পরাগ ছড়ায়। এজন্যই গাছে ফল ধরে, আর আমরা সেই ফল খাই। ছোট্ট ফড়িংগুলোকে দেখেছ? মনে হয় যেন খেলায় মেতে থাকে। কিন্তু জানো কি, ওরাও আমাদের উপকার করে? অনেক পাখি, টিকটিকি আর ব্যাঙের প্রধান খাবার হলো ফড়িং। আবার মৃত ফড়িং মাটিকে সার বানিয়ে গাছের উপকার করে। ব্যাঙ তো আমাদের কত উপকার করে! তারা প্রচুর মশা ও পোকামাকড় খেয়ে ফেরে। ফলে আমাদের রোগবালাই কমে যায়। তাদের ছানারা পানির শৈবাল খেয়ে পুকুর পরিষ্কার রাখে। মনে রেখো পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী আল্লাহ্র সৃষ্ট। আর আল্লাহ বলেন, 'আমরা আকাশ, পৃথিবী ও এ দু'টির মধ্যবর্তী কোন কিছুকে বৃথা সৃষ্টি করিনি' *(ছোয়াদ ৩৮/২৭)*। তাই সকল প্রাণীর প্রতি দয়া করা আমাদের কর্তব্য।

রাসূল (ছা.) বলেছেন, বিগত যুগে এক মহিলা একটি বিড়ালকে খাবার না দিয়ে বন্দী করে রাখার কারণে জাহান্নামে হয়েছিল *(মুসলিম হা/৫৯৯৭)*। আবার একজন গুনাহগার লোক একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে জান্নাত দান করেছিলেন *(মুসলিম হা/৫৯৯৬)*। বুঝতে পারছো? একটি ছোট্ট দয়া আমাদের জান্নাতের পথ করে দিতে পারে। আবার একটি ছোট্ট নিষ্ঠুরতা বড় শাস্তির কারণ হতে পারে!

একবার রাসূলুল্লাহ (ছা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছা.)! জীব-জন্তুর প্রতি দয়া করলেও কি আমাদের জন্য ছাওয়ার আছে? তিনি বললেন, জীবন আছে এমন প্রত্যেক প্রাণীকে দয়া করলে ছওয়াব লাভ হয় *(বুখারী হা/২৩৬৩)*।

একদা রাসূলুল্লাহ (ছা.) ছাহাবীদের সাথে নিয়ে একটি সফরে গিয়েছিলেন। সফরের মাঝে একটি প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ (ছা.) একটু দূরে গেলেন। এসময় ছাহাবীরা দু'টি বাচ্চাসহ একটি পাখি দেখতে পেয়ে বাচ্চা দুটোকে ধরে নিয়ে আসলো। মা পাখিটা সাথে সাথে আসলো এবং পাখা ঝাপটে বাচ্চার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগলো। রাসূল (ছা.) ফিরে এসে বললেন, কে এর বাচ্চা নিয়ে এসে একে কষ্টে ফেলেছে? বাচ্চাগুলো এদের মায়ের কাছে ফিরিয়ে দাও। এরপর তিনি একটা পিঁপড়ার ঢিবি দেখলেন, যেটা ছাহাবীরা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, কে এটাকে পুড়িয়েছে? ছাহাবীরা বললেন, আমরা। তিনি বললেন, আগুনের রব (আল্লাহ) ব্যতীত আগুন দিয়ে কিছুকে শাস্তি দেয়ার অধিকার কারো নেই *(বুখারী হা/২৬৭৫)*।

তাই কখনো কোন প্রাণীকে কষ্ট দেবে না। প্রজাপতি, ফড়িং, ব্যাঙ, পাখি, বিড়ালসহ সকল প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা দেখাবে। আহত প্রাণী দেখলে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। মনে রেখ, তারা কথা বলতে পারে না, তাই তোমাকেই তার ব্যথা বুঝতে হবে। অভিভাবকের মতো তাদের যত্ন নিতে হবে। আল্লাহ দয়ালু মানুষকে ভালোবাসেন। যদি তুমি পশুপাখির প্রতি দয়ালু হও, তবে আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করবেন। তাই এসো! আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করি, কখনো কোন প্রাণীকে কষ্ট দিব না। বরং তাদের প্রতি ভালোবাসা ও দয়া দেখাব। এভাবেই আমরা গড়ে তুলব একটি সুন্দর, শান্তি পূর্ণ পৃথিবী।

আমরা হিংসা করব না

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি

প্রিয় সোনামণিরা! আজ আমরা একটি খারাপ অভ্যাস সম্পর্কে জানব। সেই খারাপ অভ্যাসের নাম হলো 'হিংসা'।

হিংসা কী?

হিংসা মানে হলো, অন্য কারো ভালো কিছু দেখে মনে কষ্ট পাওয়া এবং চাই যে তার সেই ভালো জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাক। যেমন-

- ❖ তোমার বন্ধু নতুন সুন্দর জামা পরল, তুমি খুশি না হয়ে মন খারাপ করলে এবং তার জামা হারিয়ে যাওয়া কিংবা ছিঁড়ে যাওয়া কামনা করলে।
- ❖ কেউ পরীক্ষায় প্রথম হলো, তুমি দুঃখ পেলে। আর মনে মনে ইচ্ছা করলে কিভাবে তার পড়ার ক্ষতি করা যায়।
- ❖ কেউ সুন্দর করে কুরআন তেলাওয়াত করল, তুমি ভাবলে, এত সুন্দর তেলাওয়াত পারল কেন? তার কণ্ঠ ধ্বংস হোক! এরূপ খারাপ ভাবনাকেই বলে হিংসা।

হিংসার ক্ষতিসমূহ :

সোনামণি বন্ধুরা! মনে রেখো, হিংসা করলে আমাদের অন্তর কালো হয়ে যায়। বন্ধুত্ব ভেঙে যায়। মনে সব সময় অশান্তি থাকে। ভালো কাজ করার আনন্দও হারিয়ে যায়। তাই ইসলামে হিংসাকে বড় গুনাহ বলা হয়েছে। নিম্নে হিংসার ক্ষতিকর দিকসমূহ উল্লেখ করা হলো-

১. গুনাহের কাজ- হিংসা করা পাপের কাজ।

২. ঈমান দুর্বল করে- অন্যের নে'মত দেখে মনে কষ্ট পাওয়া আসলে আল্লাহ্র সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হওয়া।

৩. বন্ধুত্ব নষ্ট হয়- হিংসা মানুষের মধ্যে ভালোবাসা কমায়, শত্রুতা বাড়ায়।

৪. অন্তরে শান্তি থাকে না- হিংসুক মানুষ সবসময় দুঃখী ও অশান্ত থাকে। কারণ অন্যের সাফল্য দেখে মন পুড়ে যায়, কিন্তু এতে নিজের কোনই লাভ হয় না।

৫. অন্যায় কাজের দিকে ঠেলে দেয়- হিংসা থেকে মিথ্যা বলা, অপবাদ দেওয়া বা অন্যকে ক্ষতি করার প্রবণতা জন্ম নেয়।

৬. সম্মান হারায়- হিংসুক মানুষ সমাজে ছোট হয়ে যায়।

৭. শরীরের ক্ষতি হয়- মানসিক জ্বালা থেকে দুশ্চিন্তা, ঘুমহীনতা, এমনকি শারীরিক অসুখও হতে পারে।

৮. সময় নষ্ট হয়- অন্যের ভালো দেখে মন পোড়ানোয় নিজের উন্নতির দিকে মনোযোগ থাকে না।

অন্যের হিংসা থেকে বাঁচার জন্য দো'আ :

আল্লাহ তা'আলা আমাদের শিখিয়েছেন, যেন আমরা হিংসুক মানুষের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য তাঁর কাছে আশ্রয় চাই। 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই হিংসুকের ক্ষতি হতে যখন সে হিংসা করে' *(ফালাক্ব ১১৩/৫)*। অর্থাৎ আমরা হিংসুকের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য বেশি বেশি সূরা ফালাক্ব পাঠ করব।

রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'মানুষ সব সময় কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতক্ষণ তারা একে অপরের উপর হিংসা করা থেকে বিরত থাকবে' *(ত্বারাণী, ছহীহাহ হা/৩৩৮৬)*।

কোন হিংসা ভালো?

সোনামণি বন্ধুরা! সব হিংসা কিন্তু খারাপ নয়। এমন দু'টি বিষয় আছে, যাতে হিংসা করা যায়। এটাকে ঈর্ষা বলা হয়। এটা আসলে ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করার মতো।

১. দান করার ক্ষেত্রে : মনে কর, তোমার কোন বন্ধু একটা ভালো কাজে ৫০ টাকা দান করল, আর তুমি ভাবলে আমি ১০০ টাকা দান করব। যেমন- তাবুক যুদ্ধের সময় ওমর (রা.) অর্ধেক সম্পদ দান করলেন। তিনি ভেবেছিলেন এবার হয়তো তিনি আবুবকর (রা.)-কে ছাড়িয়ে যাবেন। কিন্তু আবুবকর (রা.) সব কিছু দান করে দিলেন এবং বললেন, আমি আমার পরিবারের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি। তখন ওমর (রা.) বললেন, 'কোন বিষয়ে আমি আবুবকরের সাথে পারিনি' *(তিরমিযী হা/৩৬৭৫)*।

২. জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে : তোমার বন্ধু দিনে ৪ ঘণ্টা পড়াশোনা করে। তুমি ভাবলে, আমি ৫ ঘণ্টা পড়ব। এভাবে জ্ঞান অর্জনে প্রতিযোগিতা করা যায়। এখানে হিংসা মানে হলো ভালো কাজে অন্যকে ছাড়িয়ে যেতে চাওয়া, তার ধ্বংস বা ক্ষতি কামনা করা নয়।

হিংসার বদলে কী করব?

প্রিয় বন্ধুরা! আমরা যদি কারো ভালো কিছু দেখি তাহলে খুশি হব এবং বলব, মাশাআল্লাহ! আল্লাহ তোমাকে আরো বরকত দান করুন। এতে আমাদের মনও পরিষ্কার থাকবে এবং আল্লাহ চাইলে আমাদেরও সেই নে'মত দেবেন।

আমাদের করণীয় :

- কখনো হিংসা করব না।
- অন্যের সুখ দেখে খুশি হব।
- যদি ভালো কিছু চাই, তবে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করব।
- নিজে চেষ্টা করব, যেন আমরাও ভালো হতে পারি।

উদাহরণ থেকে বুঝি : ভাবো সোনামণি! তোমার এক বন্ধু প্রতিযোগিতায় প্রথম হলো। যদি তুমি হিংসা কর, তবে তার উপর মন খারাপ করবে, বন্ধুত্ব নষ্ট হবে আর তুমি নিজেও কষ্টে থাকবে। কিন্তু যদি তুমি বল, মাশাআল্লাহ! তুমি খুব ভালো করেছ, অভিনন্দন! তখন তোমার বন্ধু খুশি হবে আর তুমি আরো উৎসাহ পাবে। তুমিও চেষ্টা করবে তার মতো ভালো করতে।

আমাদের নবী (ছা.) বলেছেন, 'তুমি যদি কারো জন্য ভালো কামনা করো, তবে সেই ভালোটা তোমার জন্যও হবে' *(মুসলিম হা/২৭৩২)*। ধর, তোমার কোন বন্ধু অসুস্থ হলো। তুমি দো'আ করলে 'হে আল্লাহ! আমার বন্ধুকে সুস্থ করে দাও'। তখন যদি তোমারও কোন অসুস্থতা থাকে, আল্লাহ সেটাও দূর করে দিবেন।

উপসংহার : হিংসা হলো আগুনের মতো। যেমন আগুন কাঠকে পুড়িয়ে ফেলে, তেমনি হিংসা আমাদের হৃদয়কে পুড়িয়ে দেয়। তাই সোনামণিরা! আমরা কখনো হিংসা করব না। বরং অন্যের ভালো দেখে খুশি হব, দো'আ করব এবং নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করব। তাহলে আমরা দুনিয়াতে সুখে থাকব, আখিরাতেও আল্লাহ্র রহমত পাব ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ আমাদের সবাইকে হিংসা মুক্ত সুন্দর জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

ইলম অর্জন : গুরুত্ব ও করণীয়

আজমাঈন আদীব
শিক্ষার্থী, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা কিভাবে জ্ঞান অর্জন করব? জ্ঞান আমাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এক আমানত। তবে অন্যান্য আমানত রক্ষার প্রতি সচেষ্ট হলেও এক্ষেত্রে আমরা উদাসীন। জ্ঞানের পিছনে আমরা সর্বক্ষণ ছুটি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের জ্ঞান অর্জন হয় না। দিন শেষে আমাদের ঝুলিতে জমা হয় কেবল কিছু তথ্য।

জ্ঞান আর তথ্য এক জিনিস নয়। যে কেউ প্রচুর অধ্যবসায় করে অনেক তথ্য জানতে পারেন। কিন্তু অন্তরের খুলূছিয়্যাত বা একনিষ্ঠতা না থাকলে জ্ঞান অর্জন করা যায় না। কারণ অনেক তথ্য অর্জিত হলে মানুষ ভালো বা মন্দ উভয় কাজের প্রতি ধাবিত হতে পারে। কিন্তু জ্ঞান মানুষকে কখনো অন্যায় কাজের প্রতি উৎসাহিত করতে পারে না। তাই জ্ঞান অর্জনের প্রতি আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে, আমার অর্জিত জ্ঞান দিয়ে যেন মানুষ উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। নিম্নে জ্ঞান অর্জন করার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত উল্লেখ করা হলো।

১. নিয়ত শুদ্ধ করা : ইলম অর্জন হোক বা অন্য কিছু, সকল কাজের পূর্বে আমাদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। রাসূল (ছা.) বলেছেন, 'নিশ্চয় সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল' *(বুখারী হা/১)*। শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও মানুষের কল্যাণের জন্যই জ্ঞানার্জন করতে হবে।

২. নির্ভরযোগ্য উৎস নির্বাচন : আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা কার নিকট হতে জ্ঞান অর্জন করছি। আমাদের আশেপাশের লোকজন, বন্ধু, সহপাঠী বা শিক্ষক যদি ছহীহ আক্বীদা ও কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জীবন যাপন করেন, তবেই আমরা তাদের সান্নিধ্যে সঠিক পথ প্রাপ্ত হব।

৩. সময় ব্যবস্থাপনা : রাসূল (ছা.) বলেছেন, 'পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসের মূল্যায়ন কর'। যার মধ্যে একটি হলো, ব্যস্ততার পূর্বে অবসর

সময়কে' *(হাকেম হা/৭৮৪৬; মিশকাত হা/৫১৭৪)*। সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে পরবর্তীতে আফসোস করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। কেননা সময় হলো তলোয়ারের মতো, যদি তুমি তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পার, তাহলে পরবর্তীতে সেই তোমাকে ধ্বংস করবে। তাই কোনভাবেই সময় অপচয় করা উচিৎ নয়।

৪. ইলমকে আমলে পরিণত করা : আমরা পূর্বের যুগের মনীষীদের জীবনী লক্ষ্য করলে বুঝতে পারব তাঁরা তাঁদের ইলমকে আমলে পরিণত করতে সর্বদা তৎপর ছিলেন। আমলহীন আলেম সেই প্রদীপ বা মোমবাতির মতো, যা অন্যকে আলোকিত করে। কিন্তু সেই আলো তার নিজের কোন উপকারে আসে না।

৫. দো'আ ও ইস্তিগফার পাঠ করা : জ্ঞান আল্লাহ্র নূর। আল্লাহ সবাইকে তা দান করেন না। কেবল মুখলিছ ও সৎ কর্মশীলদের তা দেন। এজন্য পাপমুক্ত স্বচ্ছ হৃদয় প্রয়োজন। তাই বেশি বেশি ইস্তিগফার করতে হবে। আর আল্লাহ্র নিকট জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দো'আ করতে হবে, رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا 'হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও' *(ত্ব-হা ২০/১১৪)*।

৬. ধৈর্যধারণ করা : যে কোন কাজে সফল হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো ধৈর্য। কেননা আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ৪০ বছর ধরে হাদীছ সংগ্রহ করেছিলেন! যার ফলে তিনি ১০ লক্ষ হাদীছের হাফেয হতে পেরেছিলেন। আর এর বিপরীতে রয়েছে তাড়াহুড়া। যা শয়তানের পক্ষ হতে আসে। আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি, যা শয়তানের পক্ষ হতে আসে তা কখনোই আমাদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না।

৭. তর্ক ও অহংকার পরিহার : রাসূলুল্লাহ (ছা.) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ইলম শিখে এজন্য যে, তা দ্বারা সে আলেমদের সাথে বিতর্ক করবে ও মূর্খদের সঙ্গে ঝগড়া করবে কিংবা মানুষকে তার দিকে আকৃষ্ট করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন' *(তিরমিযী হা/৩১৩৮)*। ইলম অর্জন

করে অহংকার করলে কিংবা অপরকে কষ্ট দিলে নেকীর পরিবর্তে গুনাহ হবে। তাই আমাদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। তবে প্রয়োজনে শারঈ বিষয়ে দলীলের ভিত্তিতে শালীনতা বজায় রেখে তর্ক-বিতর্ক করা যায়। আল্লাহ বলেন, 'তাদের সাথে বিতর্ক কর উত্তম পন্থায়' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

৮. শেখা জ্ঞান অন্যকে শেখানো : নিজের অর্জিত জ্ঞান অন্যের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার মাঝেই জ্ঞান মস্তিষ্কে স্থায়িত্ব লাভ করে। নিজে জ্ঞান অর্জন করে নিজের মধ্যে জমা করা নিছক স্বার্থপরতা ও বোকামী ছাড়া কিছু নয়। জ্ঞান এমন বস্তু যা অন্যের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কমে না, বরং বৃদ্ধি পায়। তাই আমাদের কোন বিষয় জানা থাকলে যারা জানে না তাদেরকে তা শিখানো উচিৎ।

অভিভাবকদের প্রতি পরামর্শ : সোনমণিরা প্রায় সকল ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীল হয়। এজন্য জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সোনামণি ও অভিভাবকের সম্মিলিত অংশগ্রহণ প্রয়োজন। বাড়িতে ইলমী পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে একজন অভিভাবক চাইলে তার সোনামণিকে ছোট বয়স থেকেই অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী হিসাবে গড়ে তুলতে পারেন। আজকাল 'কিশোর অপরাধ' দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর মূল কারণ হলো অভিভাবকদের অসচেতনতা। অভিভাবকরা সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিলে হয়তো তাদের আদরের সোনামণিটি বিপথে যেত না। তাই নিচের পদক্ষপগুলো লক্ষণীয়-

১. সন্তানের জ্ঞানার্জনের ফাউণ্ডেশন গড়ে দিন : সন্তানের হালকা বুঝ হওয়ার পর থেকেই তাকে আস্তে আস্তে আরবী হরফের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন, যাতে সে কুরআন শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়। সাথে সাথে তাকে আল্লাহ ও রাসূল (ছা.) সম্পর্কে মৌলিক আক্বীদা শেখান। শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার ও অন্যান্য নিষেধগুলো ছোট থেকেই পরিহার করুন। তাকে সততা, আমানতদারিতা, বড়দের প্রতি সম্মানবোধ শেখান *(লোকমান ৩১/১৭-১৯)*।

২. ঘরকে বিদ্যালয়ে রূপান্তর করুন : পরিবারকে বলা হয় শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। এজন্য বাড়ির পরিবেশ, পরিবারের দৈনন্দিন কাজে জ্ঞান চর্চার

ছাপ রাখুন। ঘরে কুরআন, হাদীছ, আক্বীদা বিষয়ক বইসহ অন্যান্য ইসলামিক বই রাখুন। সম্ভব হলে প্রতিদিন বাদ ফজর ও মাগরিব কুরআন তেলওয়াত করুন। তেলওয়াত করার সময় আপনার সোনামণিকে পাশে রাখুন, যাতে তারও কুরআন তেলাওয়াতের অভ্যাস তৈরী হয়ে যায়। নিজের ব্যস্ত সময় হতে সারাদিনে অল্প কিছুক্ষণ হলেও পড়াশোনা করুন। তাফসীর, হাদীছ ও বিভিন্ন ইসলামিক বই পড়ুন। সোনামণিরা গল্প শুনতে ভালোবাসে। তাই মাঝে মাঝে তাদের হাদীছের গল্প, নবী-রাসূলদের গল্প কিংবা যেকোন শিক্ষণীয় গল্প শোনান। বাড়িতে দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক তা'লীমের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৩. সময়মতো মাদ্রাসা/স্কুলে দিন : সোনামণির আগ্রহ, পড়ার মন-মানসিকতা, পরিবারের পরিস্থিতিসহ সার্বিক দিক বিবেচনা করে ৪-৬ বছর বয়সের মধ্যেই মাদ্রাসা/স্কুলে ভর্তি করানো হয়। তার পূর্বে তাদের সবকিছুর মৌলিক জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। পূর্ণ আদব-আখলাকসহ তার প্রতিপালন করতে হবে। এরপর উপযুক্ত বয়স হলে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রতিষ্ঠানটি বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা-আমল পরিপন্থী কিছু শিক্ষা না দেয়। প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসরণ না করা হলে এমন প্রতিষ্ঠান এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

৪. সন্তানের আগ্রহকে প্রাধান্য দিন : পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ ভিন্ন ভিন্ন মন-মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কার দ্বারা আল্লাহ কোন খেদমত করিয়ে নিবেন এটা কেউ জানে না। তাই তাদের আগ্রহের প্রতি খেয়াল রাখুন। তারা যেটাতে পারদর্শী এবং শিখতে আগ্রহী তাই তাকে শিখতে দিন। সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, আলেম, দাঈ হবে এমনটা নয়। সমাজে সব শ্রেণী-পেশার মানুষের সমান গুরুত্ব রয়েছে। তাই কোন পেশা ছোট করে দেখবেন না। আপনার সন্তানের শেখার আগ্রহকে সব সময় মূল্যায়ন করবেন।

৫. সন্তানের জন্য আদর্শ হৌন : সোনামণিরা অনুকরণ প্রিয় হয়। তারা তাদের আশেপাশের মানুষদের যা করতে দেখে তারা তাই করার চেষ্টা করে। তাই নিজের দৈনন্দিন জীবনকে এমনভাবে সাজান, যেন তারা আপনার থেকে উত্তম আদর্শ গ্রহণ করতে পারে। মাঝে মাঝে নিজের হাতে দান না করে তাদের হাত দিয়ে দান করানোর চেষ্টা করবেন। এতে তাদের দান করার অভ্যাস গড়ে উঠবে। তাদের সামনে কখনও কোন অসৎ আচরণ প্রদর্শন করবেন না। বিশেষ করে ঝগড়া-বিবাদ, প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের সাথে খারাপ ব্যবহার এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।

৬. সন্তানকে যথাযথ সময় দিন : অনেক সোনামণি 'গুড প্যারেন্টিং' বা উত্তম প্রতিপালনের অভাবে বিপথে চলে যায়। তাদের জন্য পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দ রাখুন। এটা তাদের হক। প্রতিদিন তাদের পড়াশুনা ও দৈনন্দিন কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করুন। হোম স্কুলিং বা গৃহ শিক্ষার (যদি প্রয়োজন হয়) ব্যবস্থা রাখুন। এই অত্যাধুনিক যুগে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে অনেক কিছুই জানা ও শিখা যায়। সেগুলোর সহযোগিতা নিয়ে আপনার সন্তানকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলুন।

উপসংহার : জ্ঞান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি অমূল্য নে'মত, যা মানুষকে অন্য সব সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। 'আশরাফুল মাখলূকাত' হিসাবে নিজেদের মান ধরে রাখতে হলে অবশ্যই আমাদের জ্ঞান চর্চা করতে হবে। এ জ্ঞান অর্জনের পথ সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন খালেছ নিয়ত, নিরলস পরিশ্রম, ধৈর্য ও আত্মশুদ্ধির চর্চা। ইসলামী ঐতিহ্যে আমরা দেখি কিভাবে মনীষীরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন জ্ঞানার্জনের জন্য। তাই আমাদের উচিত, এই মহান আদর্শকে অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করা। তাহলেই আমরা ইহকাল ও পরকালে সফলতা অর্জন করতে পারব।

রাসূল (ছা.)-এর বদ দো'আ

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

হিজরতের পূর্বে মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ (ছা.) ও তাঁর ছাহাবীদের উপর বারবার নির্যাতন করেছে। কিন্তু তাঁরা কোন প্রতিবাদ করেননি। কেবল ধৈর্যধারণ করেছেন। কিন্তু যখন আর সহ্য করতে পারেননি, তখন আল্লাহ্র কাছে দো'আ করেছেন। ফলে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা.) বলেন যে, একদিন রাসূল (ছা.) বায়তুল্লাহ্র পাশে ছালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় আবু জাহ্ল ও তার সাথীরা অদূরে বসে বলতে লাগল, কে উটের নাড়ি-ভুঁড়ি এনে এই ব্যক্তির উপর চাপাতে পারে, যখন সে সিজদায় যাবে? তখন ওক্বা বিন আবী মু'আইত্ব উটের ভুঁড়ি এনে সিজদারত রাসূলের দুই কাঁধের মাঝখানে চাপিয়ে দিল। যাতে ঐ বিরাট ভুঁড়ির চাপে ও দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। এতে শত্রুরা হেসে লুটোপুটি খেয়ে একে অপরের উপর গড়িয়ে পড়তে থাকে। ইবনু মাসঊদ (রা.) বলেন, আমি সব দেখছিলাম। কিন্তু এই অবস্থায় আমার কিছুই করার ছিল না। এসময় ফাতেমার কাছে খবর পৌঁছলে তিনি দৌড়ে এসে ভুঁড়িটি সরিয়ে দিয়ে পিতাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছা.) মাথা উঁচু করে তিনবার বললেন, 'হে আল্লাহ তুমি কুরায়েশকে ধর! হে আল্লাহ তুমি আমর ইবনে হিশাম (আবু জাহল)-কে ধর। হে আল্লাহ তুমি উৎবা ও শায়বাহ বিন রাবী'আহ, অলীদ বিন উৎবা, উমাইয়া বিন খালাফ, ওক্বা বিন আবু মু'আইত্ব এবং উমারাহ বিন অলীদকে ধর'। ইবনু মাস'ঊদ (রা.) বলেন, আমি তাদের (উক্ত ৭ জনের) সবাইকে বদর যুদ্ধে নিহত হয়ে কূয়ায় নিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখেছি *(বুখারী হা/৫২০)*।

শিক্ষা :

১. *নবী-রাসূল ও সৎকর্মশীল বান্দাদের দো'আ ও বদ দো'আ উভয়ই কবুল হয়। তবে এর প্রতিদান অনেক দেরী বা আখিরাতেও হতে পারে।*

২. *আল্লাহ মাযলূমের দো'আ কবুল করেন। তাই কারো উপর যুলুম করা থেকে বিরত থাকতে হবে।*

৩. *নবী (ছা.)-কে অসম্মান করলে বা কষ্ট দিলে সে ধ্বংস হবে।*

কবিতা গুচ্ছ

আমার পথ

মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন
পরিচালক, সোনামণি, নীলফামারী-পূর্ব

ফুলের মত জীবন তোমার
গড়তে যদি চাও,
ন্যায়ের পথে থাকবে সদা
কষ্ট যতই পাও।

সহজ সরল সঠিক পথে
চলা সহজ নয়,
বিপদ, আপদ, বালা, মুছিবত
আসবেই জ্ঞানীরা কয়।

চলতে হবে এ পথেই
আসুক যতই ঝড়
ন্যায়ের পথে কাটবে তোমার
সারা জনম ভর।

ভয়কে জয় করতে হবে
এই জীবনের পণ,
অন্ধকারের মাঝেও করবে
আলোর অন্বেষণ।

রাত যত ভারী হয়
আলো ততোই কাছে
চেষ্টা করো সফল হবেই
অনিষ্ট যাবে পিছে।

লক্ষ্য সদা ঠিক রাখবে
গড়তে ভবিষ্যৎ,
শত কষ্টের মাঝেও প্রভু
বানিয়ে দিবেন পথ।

সময়

মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন
পরিচালক, সোনামণি, নীলফামারী-পূর্ব

নিজ গতিতে চলছে সময়
থামে না কারোর জন্য,
সময় মত করলে কাজ
জীবন হবে ধন্য।

অজু গোসল সালাত সিয়াম
সময় মত করি,
এসো মোরা সময় পেলেই
কুরআন তেলাওয়াত করি।

পরকালের পাথেয় গুছাই
কাজ থাকুক ভাই যত,
দ্বীনের কাজে এগিয়ে যাব
হব নাকো ভীত।

অলসতা কে বলব মোরা
সামনে থেকে সরো,
সময়ের মূল্য সময়ই দিয়ে
হব মোরা বড়।

মিলবে তখন সফলতা
আল্লাহ হবেন খুশি,
পরকালে দিবেন তিনি
জান্নাতেরই জ্যোতি।

এসো হে সোনামণি!
সময়ের কাজ সময়ে করি,
রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর আদর্শে
নিজের জীবন গড়ি।

বুদ্ধিমান পাখি

মূল : ওয়াছফী মুছতফা
অনুবাদ : নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

বিশাল গাছের ডালে ছোট্ট পাখির বাসা। বাসার মধ্যে বসে একটি ছোট্ট চড়ুই পাখি। পাখিটির বাবা-মা তাকে রেখে উড়ে গেছে অনেক দূরে খাবারের সন্ধানে। বিভিন্ন গাছের সুস্বাদু ফল, শস্য দানা, পোকা মাকড় নিয়ে আসবে ছোট্ট পাখিটির জন্য। পাখিটি তাই মনের আনন্দে বাসার মধ্যে খেলা করে। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে চারপাশটা দেখার চেষ্টা করে। বিশেষ করে গাছের নিচে ফুল বাগানের সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করে। হঠাৎ সে নিচে একটি শব্দ শুনতে পায়। সে বুঝতে পারে এটি একটি প্রাণীর ডাক। তাই প্রাণীটিকে দেখার জন্য সে নিচে উঁকি দেয়। সে দেখে, তার বাসার নিচে শিকল দিয়ে বাঁধা একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। সে তার চেয়ে বড় এই বিশাল প্রাণীটি দেখে খুবই ভয় পেয়ে যায় এবং কাঁপতে কাঁপতে নিচে পড়ে যায়।

পাখিটি এতোই ছোট ছিল যে, তখনো উড়তে শিখেনি। এদিকে সামনে ছোট পাখির ছানা দেখে কুকুর তো মহা খুশি। অনেক দিন পর মজা করে কচি পাখির গোশত খাবে। কুকুরটি হন্তদন্ত হয়ে পাখিটির দিকে এগিয়ে আসে। পাখিটিও নিজেকে বাঁচানোর জন্য দু'পায়ে দৌড়াতে শুরু করে। দৌড়াতে দৌড়াতে সে কুকুরের থেকে অনেক দূরে চলে যায়। শিকলে বাঁধা থাকায় কুকুর তার নাগাল পায় না। পাখিটি একটু হাঁপ ছাড়ে। কিন্তু এ কী? সামনে যে আরেকটি প্রাণী। কুকুরের মতো বড় না হলেও তার চেয়ে অন্তত চার-পাঁচ গুণ বড় তো হবেই। মস্ত গোঁফওয়ালা একটি হুলো বিড়াল। সেও তাকে খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

পাখিটি এখন কী করবে? তার সামনে বিড়াল এবং পিছনে কুকুর। দুজনেই তাকে খেতে চায়। পাখিটি দ্রুত চিন্তা করে আবার পিছনে দৌড়াতে শুরু করে। বিড়ালটিও তার পিছনে দৌড়ায়। এদিকে পাখিটিকে ফিরে আসতে দেখে লালায়িত কুকুরটিও এগিয়ে আসে। কিন্তু শিকলে বাঁধা থাকায় সে পাখিটির কাছে আসতে পারে না। ওদিকে বিড়ালটি কুকুর দেখে ভয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

পাখিটি কুকুর ও বিড়ালের মাঝখানে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। যেখানে কুকুর ও বিড়াল কেউই আসতে পারে না। পাখিটি ভয়ে কাঁপতে থাকে। কিন্তু কোন নড়াচড়া করে না। শুধু দাঁড়িয়ে তার বাবা-মার ফেরার অপেক্ষা করে। এভাবে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। তার বাবা-মা খাবার নিয়ে বাসায় ফিরে আসে। তারা কুকুর ও বিড়ালের মাঝখান থেকে ছোট্ট পাখিটিকে উদ্ধার করে বাসায় নিয়ে আসে। পাখিটি প্রাণে বেঁচে যায়।

এটাই হচ্ছে বুদ্ধিমান পাখি। যদি তার বুদ্ধি না থাকত, তাহলে হয় কুকুর তাকে খেয়ে ফেলত না হয় বিড়াল তাকে খেয়ে নিত। আহা! ছোট্ট পাখির গোশত কতই না সুস্বাদু!

শিক্ষা :

১. *বিপদে পড়লে নিরাশ না হয়ে উপস্থিত বুদ্ধি ও কৌশল কাজে লাগাতে হয়।*
২. *উভয় দিকে বিপদ দেখলে ধীরস্থির থাকতে হয় ও অন্যের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।*
৩. *আল্লাহ্‌র পরে পৃথিবীতে পিতা-মাতাই সন্তানের সবচেয়ে বেশি নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য আশ্রয়।*

প্রকৃত বন্ধু কে?

মূল : মুহসিন জব্বার
অনুবাদ : নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

একটি ভয়াবহ যুদ্ধ শেষ করে সেনাবাহিনী ক্যাম্পে ফিরে আসলো। একজন সৈনিক তার কমাণ্ডারকে বলল, স্যার! আমার বন্ধু এখনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসেনি। আমি তাকে খুঁজতে যাওয়ার জন্য আপনার অনুমতি চাই।

কমাণ্ডার বললেন, অনুমতি দেওয়া যাবে না। তিনি আরও বললেন, আমি চাই না, এমন একজনের জন্য তুমি তোমার নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেল, যে হয়তো ইতোমধ্যেই মারা গেছে।

কিন্তু সৈনিক কমাণ্ডারের নিষেধাজ্ঞাকে গুরুত্ব না দিয়ে বন্ধুকে খুঁজতে চলে গেল। এক ঘণ্টা পর সে নিজে গুরুতর আহত অবস্থায় কোলে তার বন্ধুর লাশ নিয়ে ফিরে এলো।

কমাণ্ডার বিরক্তভাবে বললেন, আমি তো বলেছিলাম, সে মারা গেছে! বলো তো, এই মৃতদেহ আনার জন্য তোমার এত ঝুঁকি নেওয়ার কী দরকার ছিল?

সেই সৈনিক জবাব দিল, অবশ্যই দরকার ছিল স্যার। কারণ আমি যখন তাকে খুঁজে পাই, তখন সে বেঁচে ছিল এবং সে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমি জানতাম তুই আসবি!'

শিক্ষা :

প্রকৃত বন্ধু সেই, যে বিপদে-আপদে সবার আগে এগিয়ে আসে, নিজের জীবনের ঝুঁকি থাকলেও যে পাশে থাকে। প্রকৃত বন্ধুরা একে-অপরকে বিশ্বাস করে ও সৎকাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো' *(তওবা ৯/১১৯)*।

জ্বলজ্বলে জোনাকি

সানজিদা খাতুন
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর একটি জনপ্রিয় কবিতা 'কাজলা দিদি'। এই কবিতার দু'টি লাইন মনে পড়ে,

পুকুর ধারে নেবুর তলে
থোকায় থোকায় জোনাক জ্বলে।

এখন থেকে বিশ বছর আগে আমাদের ছোটবেলার কথা। তখন সন্ধ্যা হলে সত্যি মিটিমিটি জ্বলজ্বলে জোনাকি দেখা যেত। কালো অন্ধকার রাতে উড়ে বেড়াতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোনাকি পোকা। আর তার পিছনে জ্বলতো আর নিভতো সবুজ-হলুদ আলো।গ্রীষ্মের রাতে তাদের মায়াবী আলো প্রকৃতিকে জীবন্ত করে তুলতো। বিশেষ করে ঝোপের আড়ালেযখন ঝাকে ঝাকে জোনাকি একসাথে খেলা করত, সে দৃশ্য সত্যিই চমৎকার!

সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে আমরা জোনাকিদের সাথে খেলতাম। দৌড়ে দৌড়ে জোনাকি ধরতাম। সে সময় ছিল অনেক আনন্দের। ঘরের বারান্দায় সব ভাই বোন মিলে হারিকেন বা কুপিবাতির নিভু নিভু আলোতে পড়ার সময় আশপাশের অন্ধকার গলিতে জোনাকি পোকা দেখা যেত। অনেক সময় আমরা যেখানে পড়তে বসতাম সেখানেও জোনাকি পোকা এসে উড়ে বেড়াত। মাঝে মাঝে আমরা উঠে গিয়ে দুই-একটা ধরতাম। তারপর দু'হাতের মধ্যে নিয়ে একটু ফাঁকা করে এক চোখ বন্ধ করে আলো জ্বলা-নেভার খেলা দেখতাম। কেউ আবার পরিষ্কার স্বচ্ছ কাঁচের বয়ামে ভরে পাড়া জুড়ে ঘুরে বেড়াত।

সোনামণিরা! তোমরা কি জানো, জোনাকি পোকা দেখতে কেমন? জোনাকি পোকা হলো পাখাওয়ালা এক ধরনের গোবরে পোকা। এটি জৈব রাসায়নিক ব্যবস্থায় নিজের শরীর থেকে আলো উৎপন্ন করতে পারে। এই আলোর রং হলুদ, সবুজ বা হালকা লাল হতে পারে।

আজকের এই আধুনিক জীবনে তোমরা জোনাকির দেখা পাবে না। আমাদের জীবনে বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার যত বাড়ছে, প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো ততই একে একে হারিয়ে যাচ্ছে।আমরাও প্রকৃতির সৌন্দর্য না দেখতে পেয়ে যান্ত্রিক ডিভাইসে আসক্ত হয়ে পড়ছি। আমাদেরশৈশব কেটেছে প্রকৃতির ফুল-ফল, গাছ-পালা আর পাখিদের সাথে।এখন আর প্রকৃতির সেই অপরূপ সৌন্দর্য বা খেলার মাঠ কোনটিই নেই। গাছে ঘেরা ঘন জঙ্গল বা ঝোপ-ছাড় কোনটিই নেই। তাই জোনাকি পোকাদেরও আর দেখা পাওয়া যায় না।

এরা জলাভূমি, বনভূমি এবং নদীর তীরের মতো ভেজা পরিবেশে বাস করে, যেখানে তাদের লার্ভা মাটিতে বা পাতার নিচে বেড়ে ওঠে। কিন্তু আধুনিক নগরায়ণেরফলে বন উজাড় এবং পুকুর ভরাটের কারণে এদের বাসস্থান ধ্বংস হচ্ছে। বর্তমান সময়ে শহর বা গ্রাম গঞ্জে বিদ্যুতায়নের ফলে জোনাকিরা আমাদের থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। কারণ তারা অন্ধকারে আলো ছড়াতে ভালোবাসে। অতিরিক্ত আলো তাদের বংশবিস্তার ব্যাহত করে। কারণ আলো তাদের ক্ষুদ্র সংকেতকে ঢেকে দেয়।

প্রকৃতির সৌন্দর্য এই জোনাকিদের বাঁচাতে আমরা ছোট ছোট কিছু কাজ করতে পারি।

- বাগানে ছোট ছোট জলাশয় তৈরী করা।
- অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করা
- রাতে বাইরের আলো নিভিয়ে রাখা
- বেশি বেশি দেশীয় গাছ লাগানো।

রাবারের জীবন যাত্রা

ফায়ছাল আহমাদ
পরিচালক, সোনামণি, রাজশাহী মারকায

প্রিয় সোনামণিরা! তোমরা পেন্সিল দিয়ে লিখ বা ছবি আঁক। লেখার সময় কোন ভুল হলে রাবার দিয়ে তা মুছে ফেলে আবার নতুন করে লিখ। এভাবে দীর্ঘ দিন ব্যবহারের ফলে একদিন রাবারটি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তোমরা কি জানো, রাবারের জীবনের সূচনা কীভাবে হয়? কীভাবে একটি রাবার তৈরী হয়ে তোমার হাতে এসে পৌঁছে? আজ আমি তোমাদের শোনাব গাছের রস থেকে আমাদের হাত পর্যন্ত রাবারের এক দারুণ যাত্রার গল্প।

প্রতিদিন ভোরে রাবার বাগান জেগে ওঠে ঝলমলে রোদের আলোয় আর পাখির কিচিরমিচির আওয়াজে। বিশাল বিশাল সবুজ গাছ মাথায় হ্যাট পরা সৈনিকের মতো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। আর এর কোমর বরাবর ঝুলে থাকে ছোট ছোট মাটির পাত্র। তাতে ফোঁটা ফোঁটা করে জমা হয় দুধের মতো সাদা আঠালো রস। ঠিক যেমন শীতকালে খেজুর গাছের গলায় মাটির হাড়ি ঝুলিয়ে মিষ্টি রস সংগ্রহ করা হয় তেমন। তবে এই রস খাওয়া যায় না। এতে থাকে এক অমূল্য সম্পদ, যার নাম ল্যাটেক্স।

ল্যাটেক্স দেখতে দুধের মতো হলেও এর ভেতরে থাকে ছোট ছোট অগণিত রাবার কণিকা। কৃষকরা ছোট কাপ থেকে সেই ল্যাটেক্স সংগ্রহ করে বড় বড় ড্রামে করে কোম্পানির কারখানায় নিয়ে যান। কারখানায় ঢোকার সাথে সাথেই শুরু হয় ল্যাটেক্সের রূপান্তর প্রক্রিয়া। প্রথমে এতে ফরমিক অ্যাসিড বা অ্যাসিটিক অ্যাসিড মেশানো হয়। এতে তরল ল্যাটেক্স পানি ছেড়ে ধীরে ধীরে জমাট বাঁধতে শুরু করে। ঠিক যেমন দুধে লেবুর রস বা টক মেশালে ছানা হয়ে যায়।

জমাট বাঁধা রাবারকে রোলারের ভেতর চাপ দিয়ে পাতলা শীটে পরিণত করা হয়। তারপর সেই শীটগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয় শুকানোর ঘরে। সেখানে ধোঁয়া ও তাপের মাধ্যমে সেগুলো শুকানো হয়। এরপর রাবারকে টেকসই

করার জন্য ভালকানাইজেশন করা হয়। অর্থাৎ রাবারের সাথে সালফার মিশিয়ে গরম করা হয়, যাতে রাবার হয় আরও নমনীয় কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়।

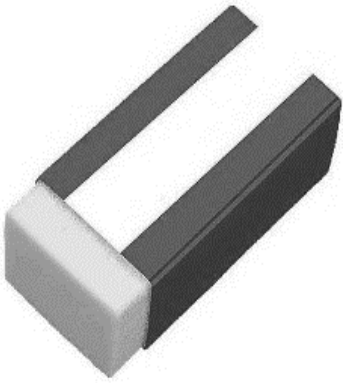

এখন রাবার তো তৈরী হলো, কিন্তু পেন্সিল রাবার বানানোর জন্য এটি যথেষ্ট নয়। তাই কারখানায় শ্রমিকরা এর সাথে মিশিয়ে দেয় কিছু বিশেষ উপাদান। যথা : গন্ধক (সালফার), যা রাবারকে টেকসই করার জন্য। ক্যালসিয়াম কার্বোনেট (সাদা পাউডার), যা রাবারকে নরম করে, যাতে সহজে কাগজের লেখা ঘষে ফেলা যায়।

এবারে পেন্সিলের দাগ মুছার জন্য রাবার প্রস্তুত। কিন্তু এটা বিশাল আকৃতির হয়ে থাকে। এজন্য এটাকে মেশিনে দিয়ে ছোয় ছোট টুকরো করা হয়। ছাঁচে বসিয়ে এগুলোকে গোল, চারকোণা ইত্যাদি সুন্দর আকৃতি দেওয়া হয়। তারপর এর সাথে লাল, গোলাপী, কমলা, সাদা রং মিশিয়ে আরো আকর্ষণীয় করা হয়, যাতে দেখতে সুন্দর হয়।

সবশেষে তৈরী রাবারগুলোকে সুন্দর প্যাকেটে করে দোকানে পাঠানো হয়। তারপর সেগুলো পৌঁছে যায় তোমাদের মতো ছোট্ট সোনামণিদের হাতে। আজ যখন তুমি পেন্সিলে লিখে ভুল করো, আর ছোট্ট রাবারটা ঘষে সেই ভুল মুছে দেয়। তখন মনে হয় সেই রাবার তোমার কাছে আসতে এক বিশাল যাত্রা পেরিয়ে এসেছে। এর সাথে মিশে আছে কত মানুষের হাতের ছোঁয়া, অক্লান্ত পরিশ্রম।

রাবার গাছের বুক চিরে বের হওয়া রস, দীর্ঘযাত্রা শেষে তোমার ভুল মোছার কাজে ব্যবহারের যোগ্য হয়েছে। এই যাত্রা যেন আমাদের দীর্ঘ পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের শিক্ষা দেয়। সে যেন নীরবে বলে, 'এমনিতেই কেউ কোন কাজের যোগ্য হয়ে ওঠে না। নিয়মিত অধ্যবসায়ই আমাদের জীবনের ভুল গুলো মুছে দিয়ে যোগ্য করে তোলে'।

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

❖ **আল-কুরআন** (সূরা যোহা)

১. যোহা শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : পূর্বাহ্ন।

২. সূরা যোহা কুরআনের কততম সূরা?
উত্তর : ৯৩ তম।

৩. সূরা যোহা-এর আয়াত কতটি?
উত্তর : ১১টি।

৪. সূরা যোহা-এর কতটি শব্দ ও বর্ণ আছে?
উত্তর : ৪০টি শব্দ ও ১৬৪টি বর্ণ।

৫. সূরা যোহা কোন সূরার পরে এবং কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে?
উত্তর : সূরা ফজর-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

৬. সূরা যোহা-তে কতবার শপথ করা হয়েছে?
উত্তর : ২ বার।

৭. সূরা যোহা-তে মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছা.)-কে কয়টি অবস্থায় পাওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে?
উত্তর : ৩টি অবস্থা। যথা : (১) ইয়াতীমরূপে (২) পথ সম্পর্কে অনবহিত এবং (৩) নিঃস্বরূপে।

৮. আল্লাহ তা'আলা কাদের প্রতি কঠোরতা করতে নিষেধ করেছেন?
উত্তর : ইয়াতীমদের প্রতি।

৯. আল্লাহ তা'আলা কাদের ধমকাতে নিষেধ করেছেন?
উত্তর : সাহায্যপ্রার্থীদের।

১০. মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছা.)-কে কি বর্ণনা করতে আদেশ করেছেন?
উত্তর : আল্লাহর অনুগ্রহের কথা।

লেখকের হাতে খড়ি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

'মাসিক মদীনা' পত্রিকা এক সময় বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের প্রধান মুখপত্র ছিল। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। তিনি বাংলাদেশের ইসলামী সাহিত্য জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর সাবলীল ও আকর্ষণীয় লেখনী পাঠকের হৃদয়ে ইসলামী চেতনার সঞ্চার করত। সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি যেমন ছিলেন সুদক্ষ, তেমনি ছিলেন সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন। লেখক হিসাবেও তিনি অসংখ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ, তাফসীরমূলক রচনা এবং সমাজ সংলগ্ন লেখা উপহার দেন, যা ইসলামী বাংলা সাহিত্যে এক সমৃদ্ধ সংযোজন। ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা ও চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয় ও অনন্য। মাসিক মদীনা' পত্রিকা এক সময় বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের প্রধান মুখপত্র ছিল। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। তিনি বাংলাদেশের ইসলামী সাহিত্য জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর সাবলীল ও আকর্ষণীয় লেখনী পাঠকের হৃদয়ে ইসলামী চেতনার সঞ্চার করত। সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি যেমন ছিলেন সুদক্ষ, তেমনি ছিলেন সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন। লেখক হিসাবেও তিনি অসংখ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ, তাফসীরমূলক রচনা এবং সমাজ সংলগ্ন লেখা উপহার দেন, যা ইসলামী বাংলা সাহিত্যে এক সমৃদ্ধ সংযোজন। ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা ও চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয় ও অনন্য।

তিনি এতো বড় লেখক কীভাবে হলেন তা কি তোমরা জানো? কীভাবে একটি পত্রিকার সাথে তার প্রথম পরিচয় হলো? কোথা থেকে পেলেন তিনি লেখক হওয়ার অনুপ্রেরণা? এগুলো কি তোমাদের জানতে ইচ্ছা করে? তাহলে তার নিজের লেখা জীবনের একটি গল্প পড়।

তখনকার দিনে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের প্রচার বিভাগ থেকে 'বাংলার কথা' নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হত। টেবলয়েড সাইজের ষোল পৃষ্ঠার এই পত্রিকাটির বার্ষিক চাঁদা ছিল সম্ভবত দুই টাকা। সরকারি প্রচার-প্রপাগাণ্ডার পাশাপাশি পত্রিকাটিতে 'সাহিত্যের পাতা' এবং 'কিশোর মজলিস'ও বেশ সমৃদ্ধ ছিল।

আব্বা আমাকে 'বাংলার কথা' নামক পত্রিকাটির গ্রাহক করে দিলেন। পিয়নকে বলে দিলেন, পত্রিকাটি যেন আমার হাতেই দেয়া হয়। আমি এসবের কিছুই জানতাম না। একদিন যোহরের ছালাত শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসার সময় শুনতে পেলাম, (পিয়ন) মুকুন্দ বাবু তাঁর স্বভাবসুলভ নাটকীয় ভঙ্গিতে এলান করছেন, মুহিউদ্দীন খান, জমাতে দহম, পাঁচবাগ সিনিয়র মাদ্রাসা... হাযির! আমার কানে যখন মুকুন্দ বাবুর ঘোষণাটা পৌঁছল, তখন আমি রীতিমত চমকে গেলাম। পোস্ট অফিসে মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারি, না জানি কোন অপরাধ হয়ে গেছে। সরকারী অফিস বলে কথা! আমি গা-ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। ক্লাশের ক্যাপ্টেন আবুল খায়র এবং আরও কয়েকটি ছেলে মিলে আমাকে রীতিমত পাকড়াও করে মুকুন্দ বাবুর সামনে হাজির করল।

আমি কাঁদো কাঁদো স্বরে জানতে চাইলাম, কি আমার অপরাধ। আমাকে এভাবে ডাকাডাকি করা হচ্ছে কেন? মুকুন্দ বাবু বললেন, ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর। অন্তত এক সের রসগোল্লা না খাওয়ালে বলা যাবে না। ততক্ষণে আমাদের চারপাশে অনেক তামেশগীর জমা হয়ে গেছে। সকলেই বাকরুদ্ধ হয়ে শুনতে চাচ্ছে ব্যাপারটা কি?

অগত্যা আমি পরদিন রসগোল্লা খাওয়ানোর অঙ্গীকার করতে বাধ্য হলাম। তখন মুকুন্দ বাবু বললেন, ভদ্র মহোদয়গণ! আপনারা সকলেই শুনে রাখুন, এই মাদ্রাসায় এবং এই পোস্ট অফিসের অধীন হাইস্কুলটিতে দু'আড়াই হাযার ছেলে লেখাপড়া করে। আমি আজ বারো বছরের অধিককাল এই পোস্ট অফিসে চাকরী করি। কিন্তু এমন ঘটনা আমি আর দেখিনি। অর্থাৎ এই যে আমাদের ছোট ছাহেব, ইনি যে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছেন এই খবর কলিকাতা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। শুধু তাই নয়, রীতিমত তা সরকারের দপ্তরে ছাপা হয়ে গেছে। বলুক তো দেখি কেউ আর একটা ছেলের নাম, যার বেলায় এমন ঘটনা ঘটেছে।

এই বলে মুকুন্দ বাবু কুর্নিশের ভঙ্গিতে আমার হাতে পত্রিকার প্যাকেটটা তুলে দিলেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, প্যাকেটের উপর স্পষ্ট ছাপার অক্ষরে আমার নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে। ব্যাপার দেখে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। সবাই অবাক হয়ে আমাকে দেখতে লাগল। প্রথম জামা'আতের একজন ছাত্রের নাম কলিকাতায় ছাপা হয়ে যাওয়া, সেটা কি চাট্টিখানি কথা? গর্বে তখন আমার পা যেন মাটিতে পড়তে চায় না। নিচের

দিকের চার পাঁচশ ছাত্রের মধ্যে আমি নিজেকে বিশিষ্ট একজন মনে করতে লাগলাম। সঙ্গী-সাথীদের কাছেও আমি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে গেলাম। বলা বাহুল্য, এ ধারণাটা বহুদিন ধরেই আমার মধ্যে জাগ্রত ছিল। মনে মনে ভাবতাম, আমি আর দশজনের মতো নই। কলিকাতা থেকে আমার নাম ছাপা হয়ে আসে। সুতরাং আমি মোটেও সাধারণ কেউ নই।

অনেকেই পীড়াপীড়ি করেছিল প্যাকেটটা ছিঁড়ে ভিতরে কি আছে তা তন্ন তন্ন করে দেখার জন্য। কিন্তু আমি আম্মাকে না দেখিয়ে প্যাকেটে কাউকে হাত দিতে দিলাম না। ঐ দিন কয়েকজন সহপাঠী আমাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সঙ্গে এলো। সব শুনে মনে হলো আম্মা খুব খুশি হয়েছেন। যারা আমাকে নিয়ে এসেছিল তাদেরকে মুড়ির মোয়া খাওয়ালেন। খবরটা আমার সহপাঠী-সমপাঠীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল এবং তা বড়দের কান পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তারা শুনে কতটুকু হাসাহাসি করেছিলেন, তা লক্ষ্য করার সময় আমার ছিল না। তবে কলিকাতা থেকে আমার নাম-ঠিকানা ছাপা হয়ে পত্রিকা আসে আর তা সরকারী মানুষ মুকুন্দ বাবু বিশেষ যত্নের সাথে আমার হাতে পৌঁছে দেন, এ খবরটা আমি সাধ্যমত আত্মীয়-স্বজনের কান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলাম। বিশেষত আমার নানা বাড়ীর সবার নিকট।

পত্র-পত্রিকার সাথে আমাদের পারিবারিক পরিচিতি ছিল অনেক পুরাতন। আব্বা 'মাসিক মুহম্মদী', 'আল-এসলাম', 'শরীয়তে-এসলাম', 'মাসিক নেয়ামত', সাপ্তাহিক 'হানাফী' প্রভৃতি অনেক পত্র-পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। কোন কোন পত্রিকায় তিনি লিখতেনও। আম্মা খুব মনোযোগ সহকারে পত্রিকা পড়তেন। কিন্তু আমার নামে পত্রিকার গ্রাহক হওয়াটা ছিল আমার জীবনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটা ঘটনা। তখন থেকেই পত্রিকা-জগতের সাথে আমার প্রত্যক্ষ পরিচিতি শুরু হয়।

প্রিয় সোনামণি বন্ধুরা! 'বাংলার কথা' পত্রিকার গ্রাহক সেই ছোট্ট মুহিউদ্দীন খান হয়েছিলেন অনেক বড় একজন লেখক। তোমরাও নিয়মিত পত্রিকা পাঠ ও লেখালেখি করার মাধ্যমে একজন দক্ষ লেখক হয়ে উঠতে পারো। এজন্য দরকার পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অনেক গল্প, ইতিহাস ও সাহিত্যের বই পড়া। আর নিজের ছোট ছোট দিনলিপি ও অনুভূতিগুলো লিখে সেগুলো বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠিয়ে দেওয়া। 'সোনামণি প্রতিভা' তোমাদের এ যাত্রায় সব সময় সাথে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

একটুখানি হাসি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

দুষ্টু কলম

মা একবার ছেলেকে বলল, শোন বাবা! তুমি ভালো ছেলে হবে। সব সময় বাবা-মা ও মুরুব্বীদের কথা মেনে চলবে। যারা কারো কথা শোনে না, তারা দুষ্টু। এরপর কিছুদিন পর ছেলের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হলো। ফলাফল দেখে...

মা : পরীক্ষায় এত ভুল হলো কেন?

ছেলে : কলমটাই দুষ্টু।

মা : কলম আবার দুষ্টু হয় কীভাবে?

ছেলে : তুমি তো বলেছিলে, যারা কারো কথা শোনে না, তারা দুষ্টু। আমি তো কলমকে বলেছিলাম, সব ঠিক ঠিক লিখতে। কিন্তু ও তো আমার কথা শুনলো না।

শিক্ষা : *কলম লেখার উপকরণ মাত্র। এর নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি নেই। মানুষই কলম দিয়ে ঠিক অথবা ভুল লিখে।*

ভাত খাব না, খাবার খাব

সুমাইয়া খাতুন
গাযীপুর।

মা তার ছোট্ট ছেলেকে ডেকে বলল, আব্বু! খাবার খেয়ে যাও। ছেলে আসল। মায়ের পাশে বসল। মা তার সামনে ভাতের প্লেট দিল। কিন্তু সে ভাত খাবে না। তখন...

মা : আব্বু! ভাত খাও। খাচ্ছো না কেন?

ছেলে : আমি তো ভাত খাব না। খাবার খাব। খাবার দাও।

শিক্ষা : *ছোটদের কল্পনায় হয়তো ভাত, তরকারী, ফল-ফলাদি খাবার নয়। বরং এটি এগুলোর মতো আলাদা কোন খাদ্যবস্তু। তাই তাদের সাথে কথা বলার সময় ঠিক খাবারের নামটাই বলা উচিত।*

বিস্ময় বালক সা'দ

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

বাংলাদেশের ঝিনাইদহ যেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি ছোট্ট গ্রাম। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা তেমন নেই বললেই চলে। কিন্তু এখানেই বেড়ে উঠছে এক প্রতিভাবান কিশোর। নাম সামীউল আলম সা'দ। স্থানীয়রা তাকে ভালোবেসে ডাকে 'বিস্ময় বালক' নামে। বয়স মাত্র ১১ বছর। কিন্তু জ্ঞানের প্রতি তার আগ্রহ এবং অধ্যবসায় বড় বড় শিক্ষিত মানুষকেও বিস্মিত করে।

সাত বছর বয়স থেকেই সা'দ নিমেষেই করতে পারে বীজগণিত ও জ্যামিতির মতো জটিল সব সমস্যার সমাধান। ইংরেজীতে বলে দিতে পারে পৃথিবীর মানচিত্রে থাকা সব দেশের বিভিন্ন স্থান, পাহাড়, পর্বত আর সাগর-মহাসাগরের অবস্থান। পৃথিবীর গঠন প্রকৃতি, ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির বর্ণনা করতে পারে বিশেষজ্ঞের মতো। চোখের পলকে আঁকতে পারে পৃথিবীর যে কোন দেশের মানচিত্র। মহাকাশের সব গ্রহ-উপগ্রহ আর নক্ষত্রের নাম, অবস্থান আর দূরত্ব তার আয়ত্তে। ইংরেজী বলতে পারে ব্রিটিশ কিংবা আমেরিকানদের মতো। তার স্বপ্ন, বড় হয়ে একজন বিজ্ঞানী, গণিতবিদ অথবা মহাকাশ বিজ্ঞানী হবে।

সামীউলের বাবা আব্দুল আলীম বলেন, আমার বড় মেয়ে গৃহ শিক্ষকের কাছে ইংরেজী পড়ত। তখন সে ইংরেজী বই পড়তে চাইতো। আমি ওকে আমার মোবাইলে ইংরেজী অক্ষর শেখার একটি অ্যাপ ডাউনলোড করে দিই। তখন থেকে সা'দ মোবাইল থেকে ইংরেজী ও আরবী ভাষা শিখতে শুরু করে। কয়েক মাসের মধ্যেই সা'দ সবাইকে অবাক করে শুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজী পড়া শিখে যায়।

সামীউলের মা আয়েশা আখতার চার্লি বলেন, 'প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করার পর স্কুল থেকে বই দেয়। বই পাওয়ার তিন দিন পর সামিউল ওর বাবাকে বলে, সে সবগুলো বই মুখস্থ করে ফেলেছে। প্রথমে ওর কথার গুরুত্ব দিইনি। পরে একদিন পরীক্ষা করে দেখি, আসলেই সে সব বই মুখস্থ করে ফেলেছে। এরপর মাত্র দেড় বছরের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর সব বই পড়ে শেষ করে ফেলে। ওর বেশি আগ্রহ ভূগোল, গণিত, জ্যামিতি, মহাকাশ, পদার্থ বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি বিকাশ ও কার্যপ্রণালী নিয়ে'।

স্থানীয় মোস্তবাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান বলেন, 'শিশু সাদ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি। সে ৯ম শ্রেণীর বীজগণিত এবং জ্যামিতির সমাধান খুব সহজেই করতে পারে। এমন শিশুকে যত্ন নিলে দেশের মূল্যবান সম্পদে পরিণত হবে'।

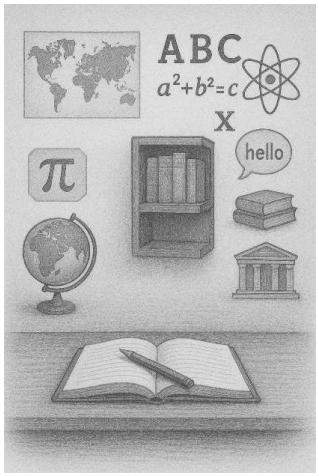

সা'দের পছন্দের বিষয় একটি বা দু'টি নয়। সে বিজ্ঞান থেকে শুরু করে ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, সাহিত্য সব বিষয়েই শিখতে আগ্রহী। গ্রামের স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়লেও তার জ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত। যখন অন্য শিশুরা খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকে, সা'দ তখন বই হাতে জ্ঞান আহরণে মগ্ন থাকে। তার একমাত্র পাথেয় মোবাইলে দেখা ইউটিউবের শিক্ষামূলক ভিডিও আর একটি ভাঙা বইয়ের তাক। ভিডিও দেখে ও বই পড়ে নিজে নিজেই সে সূর্যের গঠন, নবী (ছা.)-এর জীবনী, বিশ্বের ইতিহাস, ভূগোল এমনকি সাধারণ গণিতের জটিল ধারণা পর্যন্ত আয়ত্ত করেছে।

গ্রামের মানুষ বলে, 'এই ছেলেটা বড় হইলে দেশের নাম কইরা দিবে ইনশাআল্লাহ'। সা'দের স্বপ্ন বড় হয়ে সে সমাজ সেবক হবে। তার মা বলেন, 'সা'দ খেলতে চায় না। কয়, আম্মু আমি বিজ্ঞানী হমু। আমি চাই বাংলাদেশরে কেউ যেন গেইটসের মতো চিনে'। তার এই মনোভাব শিশু-কিশোরদের জন্য অনুকরণীয়।

এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য শুধু সা'দের গল্প বলা নয় বরং বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুকে দেখানো, জ্ঞান অর্জনের জন্য দরকার শুধু ইচ্ছা আর অধ্যবসায়। সুযোগের অভাব থাকলেও সাফল্য অর্জন সম্ভব, যদি সাহস ও আগ্রহ থাকে। একবার প্রবল ইচ্ছা করেই দেখ, তুমিও পারবে সা'দের মতো বিস্ময়কর হয়ে উঠতে ইনশাআল্লাহ!

ইসলামী চেতনা

নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

দৃশ্যপূর্ব উপস্থাপনা : 'সোনামণি' সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, 'শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি এবং তদনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা'। এ পর্যায়ে একটি সংলাপে আমরা দেখব কিভাবে সোনামণি সংগঠন এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্ত বায়ন করে। সংলাপের নাম **'ইসলামী চেতনা'।**

দৃশ্য ১ :

ছেলেকে সাথে নিয়ে স্কুল থেকে ফিরছেন এক বাবা। হঠাৎ এক দোকানের সামনে এসে তাদের কথপোকথন হবে।

ছেলে : আব্বু! জানো, আমি এবারের পরীক্ষায় প্রথম হয়েছি।

বাবা : তাই নাকি? দো'আ করি, তুমি অনেক বড় হও।

ছেলে : আব্বু ! তুমি তো বলেছিলে, পরীক্ষায় প্রথম হতে পারলে আমাকে উপহার দিবে। কই দাও এবার।

বাবা : আচ্ছা ঠিক আছে। এই দোকানে দেখ। তোমার কী পসন্দ হয়? সেটাই কিনে দিব।

ছেলে : ঠিক আছে।

(কার্টুনযুক্ত ব্যাগ, কলম বক্স, গেঞ্জি ও স্টিকার পসন্দ করবে)

ছেলে : দেখ আব্বু! কত সুন্দর ছবি! স্টিকার! এগুলো আমি ফোনে দেখেছি। এগুলো আমি নিব।

বাবা : ঠিক আছে। এই সবগুলো তুমি নিয়ে নাও।

(তাদের কথপোকথন দূরে দাঁড়িয়ে দেখবেন সোনামণির বাবা)

সোনামণির বাবা : আমার ছেলেও তো পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। ওর জন্য আমার একটা উপহার নেওয়া উচিত। ঐ ছেলে যেহেতু এগুলো পসন্দ করেছে, আমারও সুন্দর ছবি দেখে কিছু একটা নিতে হবে। তাহলে আমার ছেলেরও পসন্দ হবে।

দৃশ্য ২ :

টেবিলের উপর র‍্যাপিং করা একটি নতুন কলম বক্স (চকচকে, কার্টুন-ছবিযুক্ত)

সোনামণি (মঞ্চে প্রবেশ করে ঘাড় থেকে ব্যাগ রাখতে রাখতে উল্লসিত কণ্ঠে) : বাবা! ও বাবা! আমার টেবিলের উপর এটা কী? এখানে এটা কে রাখল?

বাবা (হাসিমুখে) : ওটার মধ্যে তোমার জন্য একটা গিফট আছে। তুমি যে এবার পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করেছ এজন্য নিয়ে এসেছি। খুলে দেখ, পসন্দ হয়েছে কি-না।

সোনামণি (খুশি হয়ে) : জ্বী বাবা! জাযাকাল্লাহু খায়রান। (বক্সটি খোলার পর আনন্দিত হয়ে) কলম বক্স! খুব সুন্দর তো!

(হঠাৎ থেমে যায়, বক্সটা ভালোভাবে দেখে) বাবা! এতে তো একটা মুখওয়ালা কার্টুনের ছবি আঁকা!

বাবা : হ্যাঁ! দোকানে আরও অনেক ছিল। আমি ভালোভাবে দেখে সুন্দর কার্টুনওয়ালা তোমার জন্য নিয়ে এসেছি।

সোনামণি (গম্ভীর হয়ে) : দেখতে সুন্দর। কিন্তু বাবা এটা তো ঘরে রাখা যাবে না।

বাবা : কেন? ঘরে রাখতে কী সমস্যা?

সোনামণি : আমি সোনামণি বৈঠকে পরিচালক ভাইয়ার কাছ থেকে শুনেছি, আমাদের নবী (ছা.) বলেছেন, لَا تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ 'যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না' *(বুখারী হা/৩২২৬)*।

বাবা (চমকে যায়) : ঘরে ফেরেশতা আসবে না! তাহলে তো এটা ঘরে রাখা ঠিক হবে না। কিন্তু দোকানদার তো এটা ফেরতও নেবে না। তুমি এক কাজ কর। তুমি তোমার কোন বন্ধুকে এটা দিয়ে দাও। আমি তোমাকে নতুন আরেকটা কিনে দিব।

সোনামণি : সেটা ঠিক হবে না বাবা। আমি তো সোনামণি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পড়েছি, রাসূল (ছা.) বলেছেন, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ 'তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তার অপর ভাইয়ের জন্য তাই পসন্দ করে যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে' *(বুখারী হা/১৩)*। সুতরাং আমরা যেটা নিজেদের ঘরে রাখা পসন্দ করছি না, সেটা কাউকে গিফট দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ তাদের ঘরেও তো ফেরেশতা আসবে না।

বাবা (চিন্তিত মুখে) : সেটাও তো কথা ঠিক। তাহলে আমরা এটা কী করব? ফেলে দিব?

সোনামণি : কিন্তু বক্সটা একদম ফেলে দিলে তো সেটা অপচয় হবে। কিছু একটা করতে হবে।

বাবা ও সোনামণি দু'জনই কিছুক্ষণ চিন্তা করবে। তারপর...

সোনামণি : একটা বুদ্ধি পেয়েছি বাবা। চলুন আমরা আঠা দিয়ে একটা কাগজ লাগিয়ে ছবিটা ঢেকে ফেলি। তাহলে আর ছবিও দেখা যাবে না, বক্সটাও থাকবে!

বাবা (আনন্দে) : ঠিক বলেছ! ভালো বুদ্ধি। দাঁড়াও আমি আঠা আর কাগজ নিয়ে আসি।

(বাবা মঞ্চ থেকে নেমে যাবেন এবং হাতে আঠা ও এক টুকরো কাগজ নিয়ে ফিরে আসবেন। অতঃপর সোনামণি ছবির উপর সাদা কাগজ লাগিয়ে দিবে। বাবা তাকে সাহায্য করবেন)

সোনামণি : এখন দেখুন বাবা! কোন ছবি দেখা যাচ্ছে না। আমরা এখন নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারি।

বাবা : তুমি আজ আমায় অনেক কিছু শেখালে। আমার ছেলেটা আজ এত কিছু শিখেছে– আমি তা জানতামই না। এজন্য 'সোনামণি' সংগঠনকে ধন্যবাদ!

উপস্থাপক : এভাবেই 'সোনামণি' সংগঠন শিশু-কিশোরদেরদের মধ্যে ইসলামী চেতনার বীজ বপন করছে। এভাবেই তারা সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান করতে শিখছে। এভাবেই ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে পরিবার ও সমাজের চিত্র। এভাবে যদি আমাদের সন্তানরা ছোটবেলা থেকেই কুরআন-ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে ওঠে, তাহলে তারাই হবে আগামী দিনের ইসলামী সমাজের পথপ্রদর্শক। তাই আমাদের স্লোগান-

'এসো হে সোনামণি! রাসূলুল্লাহ (ছা.) এর আদর্শে জীবন গড়ি'।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন, 'অধিক হাদীছ জানাই প্রকৃত জ্ঞানার্জন নয়। বরং প্রকৃত জ্ঞানার্জন হলো আল্লাহভীতি অর্জন করা' *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ ১৪৭ পৃ.)*।

সোনামণি যেলা সম্মেলন ২০২৫

ক্র	যেলার নাম	তারিখ ও বার	সফরকারী
১.	মারকায	১৬ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার	রবীউল ইসলাম নাজমুন নাঈম
২.	দিনাজপুর-পশ্চিম	১৯শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার	যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ
৩.	কুমিল্লা	২০শে সেপ্টেম্বর, শনিবার	নাজমুন নাঈম
৪.	মেহেরপুর	২০শে সেপ্টেম্বর, শনিবার	আব্দুর রশীদ আখতার
৫.	রাজশাহী-পশ্চিম	২০শে সেপ্টেম্বর, শনিবার	রবীউল ইসলাম মাহফূয আলী
৬.	গাযীপুর-উত্তর	২৫শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার	যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ
৭.	দিনাজপুর-পূর্ব	২৫শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার	নাজমুন নাঈম আবু রায়হান
৮.	গাযীপুর-দক্ষিণ	২৫শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার	রবীউল ইসলাম
৯.	সাতক্ষীরা	২৭শে সেপ্টেম্বর, শনিবার	মুঈনুল ইসলাম
১০.	পঞ্চগড়	২৭শে সেপ্টেম্বর, শনিবার	আবু তাহের মেছবাহ
১১.	বগুড়া	২৭শে সেপ্টেম্বর, শনিবার	রবীউল ইসলাম মাহফূয আলী
১২.	সিরাজগঞ্জ	২৭শে সেপ্টেম্বর, শনিবার	আবু রায়হান
১৩.	রাজশাহী-সদর	২৮শে সেপ্টেম্বর, রবিবার	নাজমুন নাঈম আবু রায়হান মাহফূয আলী
১৪.	রাজশাহী-পূর্ব	২৯শে সেপ্টেম্বর, সোমবার	রবীউল ইসলাম
১৫.	বাগেরহাট	৩০শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার	মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
১৬.	কুষ্টিয়া-পূর্ব	৩রা অক্টোবর, শুক্রবার	ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম আব্দুন নূর

আরবী ভাষা

সারওয়ার মিছবাহ
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী

প্রিয় সোনামণিরা! বিগত পাঠে তোমরা বেশকিছু প্রশ্নবোধক বাক্যের গঠন দেখেছ। এই পাঠে তোমরা কিছু আদেশসূচক বাক্যের নমুনা দেখবে। এই বাক্যগুলোকে তোমরা এভাবেই মুখস্থ করে নিবে এবং নিজেদের কথার মধ্যে ব্যবহার করবে। তাহলে ধীরে ধীরে এগুলো তোমাদের আয়ত্তে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ!

অর্থ	বাক্য
অনুগ্রহ করে/ প্লিজ (কর/এসো/নাও)!	تَفَضَّلْ!
বের হও!	أُخْرُجْ!
এখানে এসো!	تَعَالْ هُنَا!
ওখানে যাও!	رُحْ هُنَاكَ!
একটু ধৈর্য ধর!	اِصْبِرْ قَلِيْلًا!
বই দাও!	هَاتِ الْكِتَابَ!
বই বন্ধ কর!	أَغْلِقِ الْكِتَابَ!
এটা পরিষ্কার কর!	نَظِّفْ هٰذَا!

অর্থ	বাক্য
থাম!	تَوَقَّفْ!
প্রবেশ কর!	أُدْخُلْ!
আরেকবার বল!	أَعِدْ مَرَّةً أُخْرٰى!
বসো!	اجْلِسْ!
লেখ!	أُكْتُبْ!
পড়া মুখস্থ কর!	اِحْفَظِ الدَّرْسَ!
বই খোল!	اِفْتَحِ الْكِتَابَ!
বোর্ডের দিকে দেখ!	أُنْظُرْ إِلَى اللَّوْحَةِ!

ইংরেজী ভাষা

আব্দুল হাসীব
সহ-পরিচালক, সোনামণি, রাজশাহী সদর

প্রিয় সোনামণি বন্ধুরা! যে কোন ভাষা শিখতে হলে প্রথমেই আমাদের সেই ভাষার বর্ণমালা বা অক্ষরগুলো জানতে হয়। বাংলা বর্ণমালা ছাড়া যেমন আমরা বাংলা পড়তে বা লিখতে পারি না, তেমনি ইংরেজী বর্ণমালা ছাড়াও ইংরেজী শেখা সম্ভব নয়। একটি বিল্ডিং বানাতে যেমন ছোট ছোট ইটের প্রয়োজন হয়, ঠিক তেমনি ভাষা শেখার জন্য প্রয়োজন বর্ণমালা।

তাই আজকে আমরা জানব ইংরেজী ভাষার অক্ষর ও বর্ণমালা সম্পর্কে। অক্ষরকে ইংরেজীতে বলা হয় Letter। ইংরেজী ভাষায় মোট ২৬টি Letter আছে। আর সবগুলো Letter-কে একসাথে বর্ণমালা বা Alphabet বলে।

এই Alphabet পরিবারে দু'টি বিশেষ দল আছে। যথা :

১. Vowel : এই দলের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। যথা a, e, i, o, u। এই কয়েকজন হলো শব্দ (Word) বানানোর প্রাণ। Vowel ছাড়া কোন শব্দ (Word) হয় না। যেমন : Pen, Book, Chair, Table etc. এসব শব্দেই এক বা একাধিক Vowel আছে।

২. Consonant : এই দলের সদস্য সংখ্যা ২১ জন। Vowel এর পাঁচটি অক্ষর বাদে বাকি সব গুলোই Consonant.

Special Word

নিচের শব্দগুলো দেখ- Cry, Fry, Try. এই শব্দগুলোতে তো কোন Vowel নেই! তাহলে কি vowel ছাড়া শব্দ হয় না কথাটা ভুল? আসলে না! রহস্য হলো, Y হচ্ছে একটি Special Word। এটি কখনো Consonant, আবার কখনো Vowel এর কাজ করে। এ কারণেই Cry বা Try তে আমরা Vowel না দেখলেও আসলে সেখানে Y- Vowel হিসাবে কাজ করছে। তাই Y কে বলা হয় Special Word বা Special Vowel।

কবর যিয়ারতের আদব

১. কবরবাসীকে সালাম দেওয়া।

২. মৃতদের জন্য দো'আ করা।

৩. অমুসলিমদের জন্য দো'আ না করা।

৪. মৃতকে গালি না দেওয়া।

৫. কবরের উপরে মোমবাতি, আগরবাতি ইত্যাদি না জ্বালানো।

৬. কবরের কাছে কিছু না চাওয়া।

৭. কবরের সিজদা না করা।

৮. কবরের উপরে না বসা।

৯. কবরে ফুল না দেওয়া এবং গেলাফ, শামিয়ানা না টাঙ্গানো।

১০. কবরের উপরে জুতা পরিধান করে না চলা।

১১. কবরকে তীর্থস্থানে পরিণত না করা।

১২. মৃতের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা না করা।

১৩. কবরবাসীকে অসীলা না করা।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম প্রণীত 'ইসলামী আদব' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ৩৯৫-৪০৮)।

ক্যুইজ

১. রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর নাম শুনলে তাঁর উপর কী পাঠ করতে হয়?

উঃ.....
.....

২. কে এবং কি জন্য রাসূল (ছা.)-এর নিকট অভিযোগ করেছিল?

উঃ.....
.....

৩. কারো জন্য ভালো কামনা করলে কী হয়?

উঃ.....
.....
.....
.....

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) কত লক্ষ হাদীছে হাফেয ছিলেন?

উঃ.....
.....

৫. পূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য শর্ত কী?

উঃ.....
.....
.....
.....
.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ৩১শে অক্টোবর ২০২৫।**

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) অনেকটা মাকড়সার মতো (২) আল্লাহভীরুদের জন্য (৩) ইমাম বুখারী (রহ.)-কে (৪) গালি দেওয়া ফাসেক্বী ও মারামারি করা কুফরী (৫) একটি পূর্ণ হজ্জের সমপরিমাণ।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম

১ম স্থান : নাফিস ইকবাল, ৪র্থ শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : আব্দুল মঈন, ৬ষ্ঠ (খ) শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : আলিফ হাসান, ৩য় (খ) শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম :.....
প্রতিষ্ঠান :.....
.....**শ্রেণী :**.....
ঠিকানা :.....
.....
মোবাইল :.....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লা-হ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লা-হ' বলে শেষ করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা।